সংবাদ

তারিখ ... 28 FEB 2007
পৃষ্ঠা ... ১৫ কলাম ১ .....

জিপাস ৪৮

বদলে গেছে শিক্ষা বোর্ডের চিত্র

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, রাজশাহী

কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা আর 'কাউন্টার ব্যবস্থা'র (নয়া পদ্ধতি) প্রবর্তন বদলে দিয়েছে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের চিত্র। শিক্ষা বোর্ডের নয়া পদ্ধতির কারণে দূর-দূরান্ত থেকে আসা স্কুল ও কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী কিংবা কর্মকর্তাদের দুর্ভোগ আর হয়রানি কমেছে। বন্ধ হয়েছে দুর্নীতি। এখন আর কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ঘুস কিংবা উৎকোচ দাবি করেন না।

'পুরনো প্রথা' অনুযায়ী গোপনে কেউ 'হ্যান্ডসেফ' করার সময় কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীর হাতে ঘুস-উৎকোচের টাকা দিতে গেলে উল্টো কর্মকর্তা-কর্মচারীরাই টাকা ফিরিয়ে দিয়ে বলছেন, 'এভাবে আমাদের আর নষ্ট করবেন না।' কর্তৃপক্ষের নতুন এই উদ্যোগ ও আচরণকে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা সবাই স্বাগত জানিয়েছেন।

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ হিউম্যান রাইটস (বিআইএইচআর) পরিচালিত টাস্কফোর্স এগেইনস্ট টর্চার (টিএফটি) রাজশাহীর সরজমিনে তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদনে এই তথ্য জানা গেছে।

বিআইএইচআরের টিএফটি রিপোর্ট

রিপোর্টে বলা হয়, ১৯৬২ সালে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতিষ্ঠাকালে বোর্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল খুবই কম। ফলে বোর্ডে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কাজে আসা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের হয়রানি বা ভোগান্তিও তেমন ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে বোর্ডের অধীন শিক্ষা

প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। একই সঙ্গে বাড়ে ভোগান্তি আর দুর্ভোগ। অর্থ ও সময়েরও অপচয় ঘটে একই কারণে। রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীন রাজশাহী বিভাগের ১৬ জেলায় বর্তমানে মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ৫ হাজার, কলেজের সংখ্যা ১ হাজার ২০০ এবং নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২ হাজার ৪০০টি। সর্বমোট কর্মকর্তা-কর্মচারী আছেন ৩৪৯ জন।

রাজশাহী

এবারে এসএসসি পরীক্ষার্থী ২ লাখ ১০ হাজার আর এইচএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় এক লাখ। এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমুদয় কাজ করতে বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হিমশিম খেতে হয়।

টিএফটির রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে, নবম শ্রেণীর রেজিস্ট্রেশন সংশোধনীর জন্য এসআইএফ প্রিন্ট আউট, বিতরণ ও জমা, প্রাইভেটসহ সব পরীক্ষার্থীর অনুমতি ফরম বিতরণ ও জমা, এসএসসির নিবন্ধন ফরম, এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের প্রিন্ট আউটসহ ফরম বিতরণ ও জমা নেয়ার কাজগুলো আগে বিভিন্ন কর্মকর্তার ব্যক্তিগত কামরাতে হতো। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এবার ভোগান্তি হয়রানি কমাতে বোর্ডের অভ্যন্তরে সোনালী ব্যাংকের একটি বুথ এবং ৮টি কাউন্টার স্থাপন করেছেন। প্রতিটি কাউন্টারে দুটি করে জেলার স্কুল-কলেজের কাজ করা হচ্ছে। গত ৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারি চলতি বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফরম পূরণ করা হয় জরিমানা ছাড়া। আর জরিমানাসহ ফরম পূরণ করা হয় ১৩ ফেব্রুয়ারি।

রিপোর্ট অনুযায়ী, বোর্ডের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা আনতে কলেজ পরিদর্শক নূরুল হুদাকে আহ্বায়ক করে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠন করা হয়েছে ৭ সদস্য বিশিষ্ট তদারক টিম। নিরাপত্তার সার্বিক দায়িত্বে আছে বোর্ডের নিজস্ব আনসার বাহিনী। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত অফিসের হাজিরা খাতায় নিয়মিত সই করতে হয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের। সকাল সোয়া নয়টার মধ্যে হাজিরা খাতা ক্লোজড করা হয়। এরপর কেউ আসলে তার বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা নেয়ার নিয়ম চালু হয়েছে। চালু করা হয়েছে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিচয়পত্র প্রথা।

'উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফরম পূরণ করতে বোর্ডে আসা পাবনার চাটমোহর উপজেলার হান্ডিয়াল কলেজের অফিস সহকারী আবু তাহের, পাকশী রেলওয়ে কলেজের প্রধান সহকারী আবু নাসির খান, সিরাজগঞ্জের কাজীপুর বঙ্গবন্ধু কলেজের প্রভাষক আবদুল মতিন, গাইবান্ধার পলাশবাড়ী উপজেলার হরিনাবাড়ী কলেজের অধ্যক্ষ আবদুর রশিদ প্রধান টিএফটি তথ্যানুসন্ধানকারী দলকে বলেন, 'নতুন এই ব্যবস্থার কারণে আমাদের ভোগান্তি ও হয়রানি কমেছে। ঘুস দিতে হচ্ছে না। বোর্ডের চরিত্রটাই পাল্টে গেছে এখন খুবই খুশি বোর্ড কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ। তবে এ অবস্থা যেন সাময়িক না হয় সেদিকে কর্তৃপক্ষ খেয়াল রাখবে বলে আমাদের প্রত্যাশা।'

শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান অধ্যাপক এনামুল হক, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও ভারপ্রাপ্ত সচিব মোয়াজ্জেম হোসেন, বিদ্যালয় পরিদর্শক আফজাল হোসেন, শিক্ষা বোর্ড কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মনজুর রহমান খান টিএফটির তথ্যানুসন্ধানকারী দলকে বলেন, 'কোন ভয়-ভীতি থেকে নয়, সদিচ্ছা থেকেই আমরা সম্মিলিতভাবে এধরনের উদ্যোগ নিয়েছি।'